

**STUDY MATERIAL FOR SEM-6 SANSKRIT HONS STUDENTS**

**TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK**

**DEPARTMENT OF SANSKRIT**

**K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM**

**DATE-16-4-2020**

**TOPIC- SANSKRIT KARAK (KARMAKARAK)**

**ANIPSITA KARMA**

**PAPER- CC-14**

## তথায়ুক্তধনীপ্সিতম্ (১।৪।৫০) সূত্রার্থবিচার।

এই সূত্রের পূর্ববর্তী “কর্তরীপ্সিততমং কর্ম” সূত্রে সাধারণতঃ কর্তার যেটি ঈপ্সিততম তাতে কর্মসংজ্ঞা হয় । এটি কর্মের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু কখনও কখনও কর্তার অনীপ্সিতেও যে কর্মসংজ্ঞা হয়ে থাকে সে বিষয়টি বোঝানোর জন্য ভগবান্ পাণিনি আলোচ্য সূত্রটি করেছেন। আলোচ্য সূত্রটি কর্মের বিশেষ লক্ষণকে সূচিত করছে। সূত্রটিকে ভাঙলে আমরা পাব--তথায়ুক্তম্ + চ + অনীপ্সিতম্। সূত্রে ‘তথা’ শব্দটি সাদৃশ্যের বাচক। এর অর্থ হল-তার মতই বা তেমনই অর্থাৎ ঈপ্সিততমবৎ। ‘চ’ শব্দের অর্থ হল--অপি বা ও। ‘অনীপ্সিত’ শব্দের অর্থ হল--নয় ঈপ্সিত ।

পূর্ববর্তী সূত্র অর্থাৎ “কর্তরীপ্সিততমং কর্ম” (১।৪।৪৯) সূত্র থেকে আলোচ্য সূত্রে কর্ম পদটি ও “কারকে”(১।৪।২৩) সূত্র থেকে ‘কারকে’ পদটি আলোচ্য সূত্রে অনুবৃত্তি করে বিভক্তির বিপরিণমন করে সম্পূর্ণ সূত্রটি হবে--“তথায়ুক্তধনীপ্সিতম্ কর্ম কারকম্।” আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন-- “ঈপ্সিততমবৎ ক্রিয়য়া যুক্তমনীপ্সিতমপি কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ।” এর অর্থ হল--‘ঈপ্সিততম’ কারকের মত ‘অনীপ্সিত’ কারকও ক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ সূত্রস্থ অনীপ্সিত কর্ম দুই প্রকার যথা- ১। উদাসীন (উপেক্ষা) কর্ম ও ২। দ্বেষ্য (বিদ্বেষ) কর্ম।

উদাসীন কর্ম- উদাসীন কর্ম হল সেই কর্ম যে ব্যাপারে কর্তার আগ্রহ বা বিদ্বেষ কোনোটিই নেই। যেমন-বালকঃ গ্রামং গচ্ছন্ তৃণং স্পর্শতি। অর্থাৎ বালকটি গ্রামে যেতে যেতে তৃণ স্পর্শ করছে। এই বাক্যে বালকটির প্রধান ঈপ্সিত হল গ্রামে যাওয়া, তৃণ স্পর্শ করা নয়। আমরা জানি যে কর্তার যেটি প্রধানভাবে ঈপ্সিত তাতেই কর্মসংজ্ঞা হয়ে থাকে। এখানে বালকটির প্রধানভাবে ঈপ্সিত বিষয় হল গ্রামে যাওয়া। তাই গ্রামং পদে “কর্তরীপ্সিততমং কর্ম” সূত্রানুযায়ী কর্মকারক হয়েছে। আবার ‘তৃণং’ এই পদে “তথায়ুক্তধনীপ্সিতম্” এই সূত্রানুযায়ী অনীপ্সিত কর্মে (উদাসীন কর্মে) দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

দ্বেষ্য কর্ম- দ্বেষ্য বলতে কর্তা যা চাইছে না। যেমন--বালকঃ ওদনং ভুঞ্জানঃ বিষং ভুঙ্তে। এর অর্থ হল--বালকটি ভাত খেতে খেতে বিষ ভক্ষণ করছে। এখানে বালকটির প্রধান ঈপ্সিত ভাত খাওয়া বিষ ভক্ষণ নয়। তাই ‘ওদনং’ পদে ঈপ্সিততমে কর্ম সংজ্ঞা ও ‘বিষং’ পদে দ্বেষ্য কর্ম বা অনীপ্সিতকর্মে দ্বিতীয়া হয়েছে।

কিন্তু এবিষয়ে একটা সংশয় উপস্থিত হয়, যদি কেউ ইচ্ছা করে বিষ ভক্ষণ করে বা তৃণ স্পর্শ করে তাহলে সেক্ষেত্রে ঈপ্সিততমে কর্মসংজ্ঞা হবে না অনীপ্সিতে ? এর উত্তরে বলা যায় যে কেউ যদি ইচ্ছা করে বিষ ভক্ষণ করে তাহলে “কর্তরীপ্সিততমং কর্ম” এই সূত্রানুযায়ী ঈপ্সিততমকর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হবে।

